গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০২.০০১.১৯-৫৬৩

তারিখঃ ১৯ কার্তিক ১৪২৬ ব.
০৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ দেওয়ানী নং-২৪/২০১৫ মোকদ্দমায় গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের আলোকে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন পাংশা মহিলা কলেজের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখার প্রভাষক (কম্পিউটার অপারেশন) জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু এর ২৪/০৫/২০১৩ হতে ২৬/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অনুত্তোলনকৃত বকেয়া প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) পাংশা মহিলা কলেজের স্মারক নং-মক/১৫১-৩৬/২০১৩, তারিখ: ২৪/০৫/১৩ খ্রি.।
(২) পাংশা মহিলা কলেজের স্মারক নং-মক/১৫৫-৫০-১/২০১৫, তারিখ: ১৫/০৪/১৫ খ্রি.।
(৩) পাংশা মহিলা কলেজের ১৫৮ নং সভার রেজ্যুলেশন তারিখ: ২৪/৬/১৯ খ্রি:।
(৪) পাংশা মহিলা কলেজের স্মারক নং-মক/১৯৬-৮৯/২০১৯, তারিখ: ২৫/৬/২০১৯ খ্রি:।
(৫) জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু এর যোগদান পত্র তারিখ: ২৭/০৬/২০১৯ খ্রি:।
(৬) জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু এর সচিব বরাবর দাখিলকৃত আবেদন তারিখ: ০৩/০৮/২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন পাংশা মহিলা কলেজের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখার প্রভাষক (কম্পিউটার অপারেশন) জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু-কে নৈতিক স্খলনজনিত কারণে কলেজ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে কেন তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হবে না সে মর্মে পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-ভারপ্রাপ্ত, জনাব মনিরুজ্জামান-মুলপদ প্রভাষক- রসায়ন (৩ নং বিবাদী) কর্তৃক সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়।

২। পরবর্তীতে জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু-এর নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগটি গভর্ণিং বডি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে প্রমাণিত মর্মে চাকুরী থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণ করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, জনাব এ.বি.এম ওয়াহিদুজ্জামান (২ নং বিবাদী) কর্তৃক সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

৩। উল্লেখ্য- বিধি মোতাবেক কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্তের পর উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান তথা কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হলে পরবর্তীতে চুড়ান্ত বরখাস্তের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির অনুমোদন গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সূত্রোক্ত (১) ও (২) নং পত্রে সেটি পরিলক্ষিত হয়নি।

৪। উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু কর্তৃক সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পাংশা, রাজবাড়ী-তে দেওয়ানী নং-২৪/২০১৫ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি-কে ১নং, অধ্যক্ষ-কে ২নং এবং চেয়ারম্যান, বাকাশিবো-কে ১৫ নং ও ডিজি, ডিটিই-কে ১৬ নং বিবাদী করা হয়।

৫। বর্ণিত দেওয়ানী নং-২৪/২০১৫ মোকদ্দমায় গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী আদালত, পাংশা, রাজবাড়ী কর্তৃক প্রদত্ত রায়/আদেশ নিম্নরুপ-

"এই মোকদ্দমাটিতে দোতরফা সূত্রে প্রতিদ্বন্দিতাকারী বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় বাদী পক্ষে ডিক্রী হয়। এই মামলায় ৩ নং বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত গত ২৪/০৫/১৩ তারিখের ২ নং বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত গত ১৫/০৪/১৫ ও ০৫/০৫/১৫ তারিখের পত্র (কিন্তু ০৫/০৫/১৫ তারিখের পত্রটি আবেদনের সাথে পাওয়া যায়নি) **অবৈধ, বেআইনী, Null and Void এবং তা বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর নয় মর্মে ঘোষিত হলো। এই মামলার বিবাদীপক্ষকে আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাদীর বকেয়া আর্থিক সুবিধাদি প্রদানসহ তর্কিত কলেজে বাদীকে তার স্বপদে পূনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হলো"।**

৬। বিজ্ঞ আদালতের উক্ত রায়/আদেশ এবং সে আলোকে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভার ৩ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রভাষক (কম্পিউটার অপারেশন) জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু-কে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকের মাধ্যমে স্বপদে পূন:বহাল করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত (৫) নং আবেদনমূলে জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু স্বপদে পুনরায় যোগদান করে কর্মরত আছেন।

৭। এক্ষণে দেওয়ানী নং-২৪/২০১৫ মোকদ্দমায় গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের কপিসহ জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু ২৪/০৫/২০১৩ হতে ২৬/০৬/২০১৯ ইং পর্যন্ত অনুত্তোলনকৃত বকেয়া বেতন-ভাতা'র সর্বমোট ১২,৩৪,২৪৪/- (বার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ) টাকা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ২৯.৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উত্তোলনের অনুমতি প্রদানের জন্য সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন করেছেন।

৮। এ সংক্রান্তে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৯.৩ ও ২৯.২ এর নির্দেশনা নিম্নরুপ-

২৯.৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনাটি নিম্নরুপ-

"প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোন মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হলে আদালতের রায়ের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"

২৯.২ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনাটি নিম্নরুপ -

"প্রতিষ্ঠানের,আভ্যন্তরীন বিরোধ, মামলা বা অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধাব বা শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও হিসেবে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করা না হলে পরবর্তীতে তা বকেয়া হিসাবে প্রদেয় হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে"

চলমান পাতা নং-২

৯। এরূপ বকেয়া প্রদানের বিষয়ে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা, ২০১০" এর ১৮(৬) অনুচ্ছেদেও অনুরূপ নির্দেশনা রয়েছে।

১০। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ২৯.৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনাটি অর্থাৎ কোন মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট এবং সেটা দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নয়, কারণ দেওয়ানি মামলায় কখনোই শাস্তি বা খালাস হওয়ার কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই।

১১। যেহেতু ২৪/১৫ নং দেওয়ানি মামলার রায়ের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ২৯.৩ অনুচ্ছেদটির আওতায় আবেদনকারী কর্তৃক আর্থিক সুবিধার দাবী করা হয়েছে এবং যেহেতু ২৯.৩ অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট সেহেতু দেওয়ানি মামলার রায়ের আলোকে উক্ত ২৯.৩ অনুচ্ছেদের আওতায় আবেদনকারী কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকারি নয়।

১২। অধিকন্তু উল্লিখিত শিক্ষক জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু (ইনডেক্স নং-১০১০০১৬৯) এর মে/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত মাসগুলোর বেতন-ভাতা'র সরকারি অংশ (এমপিও) সরকার কর্তৃক কখনোই বন্ধ করা হয়নি মর্মে বিবেচ্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত এমপিও সীটগুলো হতে স্পষ্ট হয়। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এমপিও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বিতরণ না করা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন কোন্দল মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে একই নীতিমালার ২৯.২ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনাটি (প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে) আবেদনকারীর উপর প্রযোজ্য মর্মে স্পষ্ট হয়।

১৩। যেহেতু সরকার কর্তৃক জনাব ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু (ইনডেক্স নং-১০১০০১৬৯) এর মে/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বেতন-ভাতা'র সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক বিতরণ করা হয়নি। যেহেতু ২৯.৩ অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট (দেওয়ানি মামলা সংশ্লিষ্ট নয়) যেহেতু দেওয়ানি মামলার রায়ের আলোকে উক্ত ২৯.৩ অনুচ্ছেদের আওতায় আবেদনকারী কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকারি নয়, সেহেতু বর্ণিত শিক্ষকের উক্ত মে/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতা (এমপিও) সরকার কর্তৃক পরিশোধের সুযোগ নেই।

১৪। এমতাবস্থায়, আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত ১৩ নং অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া। সে সাথে উক্ত শিক্ষকের বর্ণিত (মে/২০১৩ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত) বকেয়া প্রদানের বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮" এর ২৯.২ অনুচ্ছেদের বিধান এবং "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা, ২০১০" এর ১৮(৬) অনুচ্ছেদের বিধান (উক্ত সময়ের বকেয়া বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায়) অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদ আগামি ২০/১১/২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে টিএমইডিকে অবহিতির জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অধ্যক্ষ, আহসান নগর কারিগরি এবং ব্যবসায় ব্যাবস্থাপনা কলেজ, রিফাইতপুর, উপজেলা- দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া।
৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।